সুইট হোমের স্বপ্নে মাহফুজ

অভিনয়ে খল ইমেজ গড়ে উঠলেও বাস্তব জীবনে পাকা হিরো মাহফুজ। পুরো পাঁচ বছর একজন রাজনীতিকের মেয়ের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করেছেন। প্রেমের লক্ষ্য ব্যর্থ হয়নি। প্রেমিকাকে বিয়ে করে এখন পুরোদস্তর সংসারী হয়ে গেছেন। জীবনের ভাবনাগুলো অভিনয় আর স্ত্রী সিমিকে ঘিরে ঘুরপাক খায়। তবে বিয়ের পর অভিনয়ে ব্যস্ততা বেড়ে গেছে। এক সময় ছিলে পুরোদস্তর সাংবাদিক। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লিখতেন। পাশাপাশি হুমায়ূন আহমেদের এক হাজার প্রশ্নের একটি গ্রন্থও প্রকাশ করেছেন। হুমায়ুনের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র ছিল এটাই। তাঁর সঙ্গে পাকাপোক্ত সম্পর্কও গড়ে ফেলেন। যার সুবাদে হুমায়ূন আহমেদের এখনকার না বা ছবিতে তাকে বেশি দেখা যাচ্ছে। তারকা খ্যাতি পেয়েছেন তাঁর হাতেই। এ কথা অবলীলায় স্বীকারও করেছেন তিনি। বলেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের অনেকটা জুড়ে আছেন হুমায়ূন আহমেদ।

হুমায়ূন আহমেদের ধারাবাহিক নাটক কোথাও কেউ নেই তে খল চরিত্রে অভিনয় করে তার খল ইমেজ গড়ে উঠেছে। রোমান্টিক চরিত্রেও এরপর অনেক অভিনয় করেছেন, কিন্তু খল ইমেজ কাটেনি। সম্ভবত রোমান্টিক হিরো হিসাবে দর্শকরা তাকে নিচ্ছে না। এ নিয়ে মাহফুজের কোন দুঃখ নেই। নিজের পরিচয় অভিনেতা হিসাবেই খোজেন সব সময়। তবে নির্মাতা হিসাবে হুমায়ূন আহমেদকেই প্রাধান্য দেন তিনি। কিন্তু দুই দুয়ারী'র পর 'হুমায়ূন আহমেদ নির্বাসন' ছবির কাজ শুরু করতে যাচ্ছেন। এ ছবিতে কি মাহফুজ থাকছেন? নাকি ছবির বাণিজ্যিক চাহিদা বাড়াতে চলচ্চিত্রের কোন নায়ককে নেবেন? মাহফুজের সঙ্গে কথা শুরু হয় এ প্রশ্ন দিয়ে।

আনন্দকণ্ঠ ঃ হুমায়ূন আহমেদের পরবর্তী ছবি নির্বাসন-এ কি আপনি অভিনয় করছেন?

মাহফুজ ঃ এ বিষয়ে আমার সঙ্গে তাঁর এখনও আলোচনা হয়নি। তবে তিনি বললে আমি অবশ্যই নির্বাসন-এ অভিনয় করব। এমনকি তা যদি হয় কম গুরুত্বপূর্ণ কোন চরিত্র। তিনি আমার ক্যারিয়ার গড়েছেন। তাঁর কোন কথা তো আমি ফেলতে পারব না।

আনন্দকণ্ঠ ঃ হুমায়ূনের ছবি ছাড়াও বাণিজ্যিক কিছু ছবিতে অভিনয় করেছেন। কিন্তু চলচ্চিত্রে আপনার শক্ত অবস্থান এখনও গড়ে ওঠেনি কেন?

মাহফুজ ঃ আসলে ফিল্মের ক্যারিয়ার শুরু করতে হয় বড় ব্যানার থেকে। আমি সেই সুযোগ পাইনি। আমার প্রথম ছবি ছিল প্রেমের কসম। এটি বড় কোন ব্যানারের ছবি ছিল না। তবে এ বছর নায়ক রাজ রাজ্জাকের মরণ নিয়ে খেলা ছবিটি রিলিজ হবে। এ ছবি আমাকে একটা ভাল অবস্থানে নিয়ে যাবে বলে আশা রাখছি। তাছাড়া শিবলি সাদিকের শবনম ছবিটিও আমার ফিল্মের ক্যারিয়ারের জন্য প্লাস হবে। বিশুদ্ধ প্রেমের এই ছবি চিত্রায়িত হয়েছে কাশ্মীরে। এই প্রথম বাংলাদেশের কোন ছবির শূটিং কাশ্মীরে হয়েছে। এ বছর নারগিস আখতারের পরিচালনায় একটি অনুদানের ছবিতেও কাজ করব। এ বিষয়ে প্রাথমিক কথাবার্তা হয়েছে। আর খুব শীঘ্রই সেলিম আজম পরিচালিত কেন ভালবাসলাম ছবিটি মুক্তি পাবে। এ ছবিতে আমি একজন গুণ্ডার চরিত্রে অভিনয় করেছি।

আনন্দকণ্ঠ ঃ আপনাকে অধিকাংশ নাটক এবং সিনেমায় এন্টি হিরোর চরিত্রে দেখা গেছে। এর কোন বিশেষ কারণ আছে কি?

মাহফুজ ঃ দর্শকরা সম্ভবত আমাকে সে ধরনের চরিত্রেই দেখতে চায়। ফলে নির্মাতারাও আমাকে এন্টি হিরো চরিত্রে কাস্ট করেন। আরও একটা ব্যাপার আছে, আমাদের দেশে একজন অভিনেতা একটি বিশেষ ধরনের চরিত্রে অভিনয় করে পরিচিতি পেয়ে গেলে তাকে সে ধরনের চরিত্রে বারবার অভিনয় করানো হয়। এটি হয়েছে কোথাও কেউ নেই নাটকে অভিনয়ের পর।

আনন্দকণ্ঠ ঃ এতে কি আপনি টাইপড হয়ে যাচ্ছেন না?

মাহফুজ ঃ আমি তা মনে করি না। স্বীকার করি, আমার এন্টি হিরোর একটা ইমেজ দাঁড়িয়ে গেছে। তবে এর বাইরেও বিভিন্ন ধরনের চরিত্রে অভিনয় করছি। তাছাড়া একজন অভিনেতাকে সব ধরনের চরিত্রেই অভিনয় করতে হবে এমন কোন কথা নেই। এতে কোন ক্ষতিও নেই। আমার লক্ষ্য প্রচুর কাজ করা। অভিনয়কে পেশা হিসেবে নিয়েছি। বাছতে গেলে বছরে একটার বেশি ছবি পাব না।

আনন্দকণ্ঠ ঃ একজন ভাল অভিনেতার কি একটু হিসাবী হওয়া জরুরী নয়?

মাহফুজ ঃ বেছে বেছে ভাল কাজ করতে চাইলে তো বছরে দু'তিনটার বেশি কাজ মিলবে না। কারণ ভাল প্রোডাকশন বছরে দু'তিনটাই হয়। এতে একজন ভাল অভিনেতার ও ট্র্যাকের বাইরে ছিটকে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

আনন্দকণ্ঠ ঃ নাটকের মান আগের চেয়ে কি বেড়েছে বলে মনে করেন?

মাহফুজ ঃ সেভাবে ভাল নাটক তৈরি হচ্ছে না। বিটিভিতে তো হচ্ছেই না। প্যাকেজেও না। চ্যানেলগুলোরও একই অবস্থা। ভাল নাটকের সংখ্যা একেবারে কম। সবখানেই বাজার কাটতি সস্তা প্রেমের নাটক দেখা যাচ্ছে।

আনন্দকণ্ঠ ঃ অথচ প্যাকেজ প্রচারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল ভাল অনুষ্ঠানের প্রত্যাশায়।

মাহফুজ ঃ সেই প্রত্যাশা এখনই করা ঠিক হবে? প্যাকেজের বয়স তো মাত্র পাঁচ বছর। ভাল কিছুর জন্য আমাদের আরও অপেক্ষা করতে হবে। তবে প্যাকেজের সাফল্য যে একেবারেই নেই তা কিন্তু না, প্যাকেজ ব্যবস্থার কারণে অনেকের জীবিকার পথ খুলেছে। নইলে হয়ত আজকের মাহফুজ আহমেদ অভিনয়কে পেশা হিসাবে নিতে পারত না।

আনন্দকণ্ঠ ঃ অভিনেতা না হলে তো সাংবাদিকতাই করতেন? নয় কি?

মাহফুজ ঃ হ্যাঁ তাই করতাম।

আনন্দ কণ্ঠ ঃ অভিনয়ের বাইরে তো এখন সংসারেও বেশ সময় দিতে হয়। তাই না?

মাহফুজ ঃ সেভাবে আর সময় দিতে পারি কই? সংসার মূলত সামলায় আমার স্ত্রী। মিমি (ইশরাত জাহান কাদের) খুবই লক্ষ্মী মেয়ে এবং দায়িত্বশীল। বিয়ের পর ব্যস্ততা দ্বিগুণ বেড়ে যাওয়ায় সংসারে তেমন সময়ই দিতে পারি না।

আনন্দকণ্ঠ ঃ একজন রাজনীতিবিদ (জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য এবং হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের ভাই)-এর মেয়েকে বিয়ে করেছেন কি ভবিষ্যতে রাজনীতিতে আসার উদ্দেশ্যে?

মাহফুজ ঃ মোটেই না।

আনন্দকণ্ঠ ঃ ভবিষ্যত নিয়ে কোন স্বপ্ন দেখেন না।

মাহফুজ ঃ স্বপ্ন তো সবাই দেখে। আমিও দেখি। আমি স্বপ্ন দেখি একজন ভাল অভিনেতা হবার। আর স্বপ্ন দেখি 'সুইট হোম'-এর। অসুন্দর সংসারে বাস করে কখনই স্বপ্ন দেখা যায় না।

মোর্শেদ মতিন